যুগান্তর

তারিখ ... 06 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

হামলার আগে ভিসি-ক্যাডারদের গোপন বৈঠক!

শাবিতে শিক্ষকদের কর্মবিরতি আজ

সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিবিরোধী শিক্ষকদের ওপর হামলাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। হামলার আগের রাতে বহিষ্কৃত তিন ক্যাডার এবং শাবি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ভিসির গোপন বৈঠক হয়েছিল। নাম প্রকাশ না

বৈঠক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

বৈঠক : ক্যাডারদের গোপন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে এ কথা স্বীকার করেন বহিষ্কৃত এক ছাত্রলীগ নেতা। ওই নেতার প্রশ্ন— হামলার অভিযোগে তিন ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হল, অথচ পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন?

হামলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়ায় তিন ছাত্রলীগ নেতাকে অব্যাহতির পর এখন বাকিদের রক্ষায় তৎপর ছাত্রলীগ। হামলার পরিকল্পনা, কর্মীদের উসকে দেয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ এবং সাধারণ সম্পাদক ইমরান খানের বিরুদ্ধে। শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষকদের এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নেয় ২২ জুন। সেদিন শিক্ষকদের এ আন্দোলনকে অনৈতিক আন্দোলন দাবি করে ছাত্রলীগের প্যাডে সাধারণ সম্পাদক ইমরান খান স্বাক্ষরিত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ,গণমাধ্যমকর্মীদের দেয়া হয়। সেখানে বলা হয়, কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষকের অনৈতিক আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পরবর্তীকালে শিক্ষকদের আন্দোলনবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচিতে অন্যদের সঙ্গে পার্থ, ইমরান এবং তাদের সমর্থিত কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এমনকি হামলার আগের রাতে ভিসির সঙ্গে অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকে বহিষ্কৃত তিন ক্যাডারকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন পার্থ ও ইমরান। হামলার সময় সক্রিয় ছিলেন ইমরান খানের কর্মীরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা আরও জানান, 'ঘটনার আগের রাতে ভিসির সঙ্গে যখন বৈঠক হয়, সেখানে আমরা পাঁচজনই ছিলাম। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব। ইমরান তার কর্মীদের ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে কৌশলে ওই স্থানের পাশেই অবস্থান করে। তার কর্মীরা সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত ছিল। আমরা তাদের থামিয়ে রাখতে পারিনি। কিন্তু তার শাস্তি না হয়ে আমাদের শাস্তি হয়েছে।'

এ বিষয়ে আন্দোলনরত শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন বলেন, হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। হামলার আগের রাতে পার্থ, ইমরান, সাইদ, অঞ্জন, সবুজ ভিসির সঙ্গে রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত বৈঠক করে। সেখানে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোনো মূল্যে শিক্ষকদের ওখান থেকে তুলে দিতে হবে। হামলার সময় ইমরান তার কর্মীদের পাঠিয়ে ঘটনাস্থলের খুব কাছেই উপস্থিত ছিল। হামলায় অংশ নেয়া অধিকাংশ কর্মীই ইমরানের ছিল। যে ছাত্রলীগ কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে তারা সবাই ইমরান সমর্থিত কর্মী বলে জানা গেছে।

ভিডিও ফুটেজ, স্থিরচিত্র এবং সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ইমরান খানের কর্মী ধনি রাম রায় (বহিষ্কৃত) ও তমাল পাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুছকে ধাক্কা দিয়ে মারধর করে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। হামলায় অংশ নেয়া এবং শিক্ষকদের ব্যানার টেনে ছিঁড়ে ফেলার সময় ইমরানের অন্য কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী আবদুল বাতেন তন্ময়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মোস্তাক আহমেদ, একই বিভাগের একই বর্ষের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মাসুম (বহিষ্কৃত), একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের আরিফুল ইসলাম আরিফ (বহিষ্কৃত), একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের জাহিদ হাসানসহ (বহিষ্কৃত) আরও অনেকে। হামলার ঠিক আগে তাদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুডকোর্টে মিটিং করেন ইমরান খান। তবে ইমরান খান দাবি করছেন, ক্যাম্পাসে তার কোনো আলাদা অনুসারী নেই। শাবি শাখা ছাত্রলীগের সব কর্মীই তার অনুসারী।

বৈঠকের বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়া বলেন, সবার সঙ্গেই আমার বৈঠক হতে পারে, এটা কোনো গোপন কিছু নয়।

আজ শিক্ষকদের কর্মবিরতি : শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়ার পদত্যাগ দাবিতে শাবিতে কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ পরিষদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে আজ দিনব্যাপী কর্মবিরতি পালিত হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দেয়া ভিসিকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। ঘোষিত আলটিমেটাম অনুযায়ী ভিসি অপসারিত কিংবা পদত্যাগ না করলে কঠোর কর্মসূচির হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কর্মসূচি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।